The heart throb of millions of comic strip lovers, cartoonist Pran was born in a small town, Kasur, now in Pakistan. After completing his M.A. in Pol.Sc. and studying Fine Arts, he started his cartooning career in 1960 from Daily Milap.

During those days foreign comics were being published all over the country. Young Pran created comics having Indian characters and on local themes. His characters CHACHA CHAUDHARY, SABU, SHRIMATIJI, PINKI, BILLOO and RAMAN have become phenomenal success one after the other.

Winner of the People of the Year Award 1995, instituted by Limca Book of Records, his two episodes of CHACHA CHAUDHARY series have been acquired by International Museum of Cartoon Art, USA. In 1983 Prime Minister Mrs. Indira Gandhi released his comic book, 'Raman - United We Stand.'

The reason for the popularity of Pran's characters is that they present simple and straight humour which directly tickles the laughter nerve of the reader.

— Publisher

চাচা চৌধুরী আর ওয়ার্ল্ড কাপ

এটা পড়ে দেখ!
ক্রিকেটের নিয়ম

?
এতে কোথায় লেখা আছে যে, লম্বারা ক্রিকেট খেলতে পারবে না?

ছুঁচোটা মুখের ওপর জবাব দিয়ে গেল!
ওকে মাঠে নামতে দিলে আমরা ম্যাচ জিততে পারব না!

ওকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে দিলে কেমন হয়?
মন্দ বলনি! তাতে ও মাঠে নামতে পারবে না!

শোন, ভাই! তাজা এক কাপ করে চা খাই!

আমি লস্যি খাই!
ঠিক আছে! তোমার জন্য লস্যি আর তোমার সাথীর জন্য চা আনাচ্ছি!

বাহ্ হ্! লস্যিটা দারুণ সুস্বাদু!

দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়েছে!
চল, ম্যাচ শুরু হল বলে!

টস্ করা হচ্ছে!
ম্যাচটা জমবে আশা করি!
হুররে!

ভারতীয় টীমের ওপেনিং ব্যাটসম্যান
দেখে খেলো! আমাদের দলের দুজন এখনও আসেনি!
কে জানে, ওরা দুজন কোথায়?

বিপক্ষ টীমের বোলার!
আমি আম্পায়ারের চোখ এড়িয়ে বল বদলে নিয়েছি!
এই বলের বিশেষত্ব কি?

দ্যাখো, বলের ভেতর লাট্টু রাখা আছে, এটা ব্যাটারীর সাহায্যে অনবরত ঘুরতে থাকে! এতে বল বেশী স্পিন করবে!

এই গেল প্রথম ওভারের প্রথম বল!

আউট!
?!
ধড়াক!

এটা হল আমার গুগলী!

ঠাক!

আউট!

বিনি, কাকী! আমাদের ব্যাটসম্যান ধড়াধড় আউট হয়ে যাচ্ছে! বিদেশী টীম না ওয়ার্ল্ড কাপ জিতে নিয়ে যায়?

রকেট! যাও, নিজের মনিবকে খুঁজে আন!

ঘর্র্! ঘর্র্!!

ছপাক!

ওয়া হ্!
আরে! এখন তো আমাদের সাথে থাকা উচিত ছিল!

চাচাজী! জোরে ছুটুন!

ভারতীয় টীমের সাতজন ব্যাটস্‌ম্যান মাত্র ২৫ রানে আউট হয়ে গেছে!
টি.ভি.টা ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করছে
চুপ কর!

ভারতীয় টীমের ব্যাটস্‌ম্যান সাবু মাঠে নামছেন!

ঠ্যাক্ ক্!

ছক্কা!

উপ্ প্!

এটা রান হতে পারে!

উফ্ ফ্!
আউ ট ট!

ভারতের টীমের হয়ে এবার মাঠে নামছেন চাচা চৌধুরী। দলের এই অবস্থায় রানের প্রয়োজন!

ঘটাক্ ক্!

বল সীমানার বাইরে ...... চার রান!

ধড়াক!

ছক্কা!

৫০ ওভারে ভারত ৮ উইকেট হারিয়ে ২৭৫ রান করেছে... বিপক্ষ টীমের ম্যাচ জিততে হলে ২৭৬ রানের প্রয়োজন!

খটাক!

চাচা চৌধুরী মাটিতে পড়ে গিয়েও সুন্দর ক্যাচ নিয়েছেন!

বিপক্ষ টীম মাত্র ৯৮ রানে অল আউট!

বিজয়ী টীমকে ওয়ার্ল্ড কাপ তুলে দিতে পেরে আমি খুশী হয়েছি!

আজকের ম্যাচের সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের অভিমত...
চাচা চৌধুরী এবং সাবুর অলরাউণ্ড ক্রিকেট ম্যাচের গতি পালটে দিলেও এই জয়ের কৃতিত্ব আরেকজনের.....

..যদি রকেট ঐ দুজন খেলোয়াড়কে ঘুম থেকে না ওঠাত, তাহলে ম্যাচের ফল হয়তো অন্যরকমই হত। তাই 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' মানে 'এনিম্যাল অফ দ্য ম্যাচ' হচ্ছে এই!

ভণ্ড সাধু

একজন সাধুবাবা মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চান !

পুজোর সময় উনি কারো সঙ্গে দেখা করেন না !

আমি ভংচল মহারাজ। তোমার স্বামী!

আমার স্বামী শৈল রায় ঘুমোচ্ছেন! তুমি কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলে?

আমি তোমার আসল স্বামী। আমাদের বিয়ে গত জন্মে হয়েছিল। শৈল রায় তোমার নকল স্বামী! ওর থেকে তোমাকে মুক্তি পেতে হবে!

এটা কি করে সম্ভব!
যা বলি তাই কর!

তুমি উঠে পড়েছ? চল, একটু বেড়িয়ে আসি, এ স্বামীজী-ও আমাদের সঙ্গে যাবেন!
তুমি যেমন বলবে!

আসুন স্বামীজী,
গাড়ীতে বসুন!

স্বামীজী ভালই গাড়ী চালান!
বৎস! ইউরোপে আমি প্লেন চালিয়েছি। গোটা বিশ্ব জুড়ে আমার ভক্ত আছে!

গাড়ী থেমে পড়ল কেন?
হয়তো ইঞ্জিনে কিছু গড়বড় হয়েছে। নীচে নেমে দেখছি!

ধাক্কা!

গেল গাড়ী বরাবরের মত এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিল,

ছপাক!
সাবু! ওকে বাঁচাও!

ভয় পাবেন না! আপনি সুরক্ষিতভাবে পাড়ে পৌঁছে যাবেন!

শিল ময়! আসুন, আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিচ্ছি!

ওদিকে -
ভগবতী, তোমার সব গয়না আর সিন্দুকের সব টাকা আমাকে দাও।
কেন? এটা স্বামীর মত ব্যবহার করছ না তুমি।

কে স্বামী? আমি তোমাকে খুন করে তোমার সব কিছু লুট নিয়ে যাব!

ভণ্ড! বেইমান!
এবার তোমাকে কে বাঁচাবে?

ভগবতী! এবার তুমি মরবে!

চাচা চৌধুরী! ও আমার পত্নীকে মেরে ফেলবে!

ধপপ!
ওয়া হ! কর্ক এসে পিস্তলের মুখ বন্ধ করে দিল!

এটা আর কোন কাজে আসবে না !

কিন্তু এখনও তুমি মরবে !
বাঁচাও !

ধপাপ!
ওহো! কুমড়ো!

বদমাশ ! একদম নড়বে না ! নয়তো গুলি করব !
আহা! শৈল রায় ! আমাকে মাফ করে দাও !

নারকোমার চেক

নারকোমা! কার জন্য অপেক্ষা করছ?

কোন বন্ধুর জন্য, সুলতান!

তোমার ক্ষতি আমি দেখাতে পারব না!
আমার ক্ষতি? অসম্ভব! চাচা চৌধুরির মগজ যদি কমপ্যুটার হয়, তাহলে আমার মগজ সুপার কমপ্যুটার!
দেখে যাও, ওকে কেমন বুদ্ধু বানাই!
আমার ছেড়ে নাও!
চুপ কর!
চাচা চৌধুরী! আমার একটা কাজ করে দেবেন?
বল নারকোমা? কি কাজ করতে হবে?
আমার এ ক্ষুনি ৫০০ টাকার খুব প্রয়োজন! আপনি এই ১০০০ টাকার চেকটা নিয়ে আমাকে ৫০০ টাকা দিয়ে দিন!
এই নাও ৫০০ টাকা! তুমি ৫০০ টাকারই চেক দিয়ে যাও!
না! আপনাকে ট্যাক্সি নিয়ে ব্যাংক যেতে হবে! কিছুটা বেশী টাকা তো লাগবেই!

দেখলে ? ওর থেকে ৫০০ টাকা কেমন হাতিয়ে নিলাম ?
কিন্তু তুমি ওকে তিরিশ টাকার চেক দিয়েছ !

ঐ চেক ক্যাশ হলে, তবে না ? আমার অ্যাকাউন্টে একটা পয়সাও নেই ! হো ! হো !!

আচ্ছা, এবার চলি !

কিছুক্ষণ পর —
এঁ্যা ?? চাচা চৌধুরী আমার বাড়ীতে কি করছে ?

চৌধুরী ! আপনি এখানে ?
এখানে আপনার দেখা পাব, ভাবিনি !

আপনি উত্তর দিচ্ছেন না কেন ?
প্রথমে চা-টা শেষ করে নিই !

আপনার চা শেষ হয়ে গেছে! এবার বলুন, আপনি আমার বাড়ীতে কি করছেন ?

ব্যাংক বন্ধ হবার সময় হয়ে গেছিল ! তাই আমি তোমার বাড়ী এসে তোমার পত্নীকে চেক ফেরত দিয়ে এক হাজার টাকা নিয়ে নিয়েছি !

চল! তোমার বাইরে থাকাটা সমাজের পক্ষে মঙ্গল নয়!

ও কে, সিং?

আতঙ্কবাদী দলের ছেলে ফারো! ও সিনেমা হলে বোম রাখছিল!

ইন্সপেক্টর! তুমি দুদিনের বেশী আমাকে এখানে রাখতে পারবে না। আমার ড্যাড-কে চেন? ও তোমার পুরো ফ্যামিলিকে মেরে ফেলবে!

মন, স্যর ভেস্ট! মারোকে পুলিশ ধরে ফেলেছে!
আমার ছেলে বোম ফাটিয়েছিল তো কি হয়েছে? বাচ্চারা তো পটকা ফাটাবেই।

কার্জেক তুলে আনো! তার বদলে আমরা মারোকে ছাড়িয়ে নেব!

এক জায়গায় ফিল্মের শুটিং চলছে!
দৃশ্য ভিলেন নায়িকাকে অপহরণ করবে..... অ্যাকশন!

ঐ গাড়ীটায় উঠে বোস!

এত দূর তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে এলে? এটা স্ক্রিপ্টে নেই!
হো! হো!! এই অপহরণ নকল নয়, আসল!

প্রন দ্য গ্রেট! আমরা সুপারস্টার মোহিনীকে তুলে এনেছি!
গুড! সরকারকে খবর পাঠাও যে, ডাবোকে মুক্তি দিলে মোহিনীকেও আমরা ছেড়ে দেব! নয়তো একে গুলি করে দেব!

এক জায়গায় —
এই ভারী পাথরটাকে ওখানে পাঠাতে হবে।

ওদিকে যাও!

পাথর বয়ে আজ প্রচুর পয়সা পাওয়া গেছে!
সাবু! এতে চাল-আটা কেনা যাবে!

চাচা চৌধুরী! উগ্রবাদী এক ফিল্ম নায়িকা মোহিনীকে বন্দী বানিয়ে নিয়েছে, ওকে ছাড়াতে আপনার সাহায্য চাই।

তাজ্জব ব্যাপার! পুলিশের এক দক্ষ অফিসার এক সাধারণ নাগরিকের কাছে সাহায্য চাইছে!

আমরা এতদিনে মোহিনী দেবীকে ছাড়িয়ে নিতাম, কিন্তু এখন ওনাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, সেটা জানা সম্ভব নয়. এদিকে দিন চলে যাচ্ছে!

আমি চেষ্টা করব, পুলিশ সুপার শর্মা!

আশা করি, এবার আমরা সফল হব!

চাচা চৌধুরী! দয়া করে সুপার-স্টারকে বাঁচান!
আপনি কি ওনার বাবা?
না, প্রোডিউসার! আমার ফিল্ম ৭৫% হয়ে গেছে! যদি নায়িকা মারা যায়, তাহলে কোটি-কোটি টাকা লোকসানে আমি বরবাদ হয়ে যাব!

আমরা মোহিনী দেবীকে অসহায়বোধ করছি, কারণ একজন মানুষের প্রাণ যেতে দেওয়া উচিত নয়!

এত বড় শহরে কি করে জানা যাবে যে, বন্দীকে কোথায় রাখা হয়েছে!

সব জায়গায় খুঁজলে সূত্র ঠিকই পাওয়া যাবে!

একটা কন্ট্যাক্ট লেন্স! মনে হচ্ছে ফিল্ম স্টারের দৃষ্টিশক্তি ভাল নয়

এটা যে কোন লোকের হতে পারে!
কেউ কন্ট্যাক্ট লেন্স ফেলে দিল একজোড়া ফেলার! আহা! মোহিনী নায়িকার একটা চোখের লেন্স পড়ে গেছে!
চাচা-চৌধুরীর মগজ কম-প্যুটারের চেয়েও প্রখর!

বন্দী এই বাড়ীতেই আছে !
আপনি এখানেই দাঁড়ান ! আমি ভেতরে যাচ্ছি !

এ্যাই ! ভেতরে কোথায় ....?
মর্ যা, ছুঁচো !

ওহো ! আমার একটা লেন্স কোথাও পড়ে গেছে !
মিস্ মোহিনী, আসুন আমার সাথে !
তুমি ভেতরে এসে গেছ, কিন্তু বেরোতে পারবে না !

হুন দ্য গ্রেট একটা বোতাম টিপল !

হো! হো! আরও একজন ফাঁদে পড়েছে। পুলিশকে খবর পাঠাও যে, এবার সাবুর সঙ্গে একশো কোটি টাকা দিলেই এদের মুক্তি দেওয়া হবে!

চীফ ইজ গ্রেট!

আমার একজন চাকর দরকার! এ আমার চাকর হবে! কোল্ড ড্রিংকসের বোতল খোল, আমার তেষ্টা পেয়েছে!

উহ্‌ হু!

তুমি এর শাস্তি পাবে!

তুমি এবার মরবে!

উ-উবা!
সাবু নিজের মাংসপেশীর সর্বশক্তি একত্র করল!
এ স্টীলের গরাদও বেঁকিয়ে দিল!

ব্যাট্ ট্ ট্!
ব্যাট্ ট্ ট্ ট্ ট্ ট্ ট্!

আরেকটা গুলি চালালে তোর ঘাড় মটকে দেব!
স্টেনগান ফেলে দাও!

এরকম আগে কখনো হয়নি!

চল!
কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাকে?

নিজের ছেলের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে ছিল না তোমার? এবার শ্রীঘরে কিছু-দিন একসঙ্গে কাটাবে চল।

আমার কন্ট্যাক্ট লেন্স ?
এই যে। মিস মোহিনী, এটা চোখে লাগান। ডায়রেক্টর পুরো ইউনিট নিয়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন!

সাবু! চল, যাই!

নৌকো ব্যাংক

ম্যাডাম ওয়াই ক্লাইন! একটা ব্যাংক এমন আছে, যেখানে আমরা ডাকাতি করতে পারি!
কোথায় সেটা, জান?
সমুদ্রে, ম্যাডাম! জেলেদের জন্য নৌকোয় একটা ব্যাংক খোলা হয়েছে, যাতে জেলেদের পয়সা জমা করাতে দূরে যেতে না হয়।
পাড়ে আমাদের স্টীমার দাঁড়িয়ে আছে। ওটো নিয়ে যাও আর সমুদ্র ব্যাংকে ডাকাতি করে এসো!
ঠিক আছে, ম্যাডাম!

গোলা! বীজা! রাহো! চল, একটা ব্যাংক লুট করতে হবে!

সমুদ্রের দিকে চল!

স্টীমারে ওঠো!

একটা নৌকো আসছে!
ওটাই হচ্ছে নৌকো ব্যাংক!

বাঁচতে চাইলে কেউ নড়বে না!
ধাঁয়!
BOAT BANK

নৌকো ব্যাংককে আমরা কব্জা করে নিয়েছি !
ক্যাশ বাক্স খোল !
BOAT BANK

আহা ! প্রচুর টাকা পাওয়া গেছে !

তুমি ?
ব্যাংকের গার্ড !
BOAT BANK

ওহো !
ব্যাঙের দল ! যা পালা !
BOAT

শাবাশ সাবু ! তুমি আজ ব্যাংক লুট হওয়া আটকে দিয়েছ !
BOA

এক শক্তিশালী গার্ড আমাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে!
হুম! প্রথমে ঐ লম্বুকে রাস্তা থেকে সরাতে হবে!

আমার জেট বিমান তৈরী কর! এই কাজটা আমি নিজের হাতে করব!

দ্বিতীয় দিন!
চাচাজী! নৌকা ব্যাংকের ম্যানেজার আমার মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছে!
বাবু! শুনে খুশী হলাম। তোমার ঠিক সময়ে ডিউটিতে পৌঁছনো উচিত!

ম্যাডাম! ঐ যে ব্যাংকের গার্ড যাচ্ছে!

আমি ফায়ারিং করে ওকে ধরাশায়ী করে দিচ্ছি!

র‍্যাট্ ট্যাট্ ট্ ট্!
ওহো! বিমান আক্রমন!

আবু! মাটিতে শুয়ে পড়!

কি? কেমন লাগল?
কিন্তু ম্যাডাম! লম্বু এখনও বেঁচে!
এবার আর ও বাঁচবে না! পরের বার আরো নীচ থেকে হামলা করব!
জুম্ ম্ ম্ ম্ ম্!

প্লেনটা আবার ফিরে আসছে!

এই কাঠের গুঁড়িটা কাজে আসবে!

ব্র্যাট্ ট্ ট্ ট্!

ধড়াক!

গর ড়ড়ড়!
ওহো! বাঁচাও!

সাবু! এসো, যাই!

আল্ শেখের গল্প

চাচাজী! মৃদু-মন্দ বাতাস ভাল লাগছে!

সাবু! এরকম পরিবেশ শহরে পাওয়া যায় না!

কি দাদা? নির্জন রাস্তায় কি আপনার গাড়ী খারাপ হয়ে পড়েছে?
না! আমি হচ্ছি আল্ শেখ: বাহরীন থেকে এসেছি। আমি আপনার ট্রাকটা কিনতে চাই!

আমাদের পুরোন ভাঙাচোরা ট্রাক ডগডগের মধ্যে আপনি কি বিশেষত্ব খুঁজে পেলেন?

পুরোন জিনিষ কেনার আমার খুব শখ। শুনেছি, এটা নাকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলের ট্রাক!

আমি আপনাকে এই পুরোন ট্রাকের বদলে এক কোটি টাকা দিতেও রাজী আছি, যা দিয়ে আপনি এক ডজন নতুন ট্রাক কিনতে পারবেন!

শেখ! এই ডগডগ আমাদের পরিবারের একজন সদস্য! কেউ কি নিজের পরি-বারের সদস্যকে বিক্রী করে?

কিন্তু আপনারা আমার বিদেশী গাড়ীতে চেপে কিছুক্ষণের জন্য ঘুরতে যেতে তো পারেন ?

শেখের মনে দুঃখ না দিয়ে ওর গাড়ীতে ঘুরলে কি ক্ষতি হত ?

সাবু! চলে এসো!

নতুন! ইম্পোর্টেড গাড়ী কেমন লাগল?
কিন্তু মটকা মারতে-মারতে চলা ডগডগ্য চাপার মজাই আলাদা !

আব্দুল! ওরা যতক্ষণে ফির আসছে, তার আগেই আমরা এই ট্রাক নিয়ে কেটে পড়ব!
কিন্তু আমাদের ইম্পোর্টেড গাড়ী ?
আমি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই ট্রাকটা চাই !

আব্দুল! ট্রাক স্টার্ট করার জন্য হ্যান্ডেল মারো!

গর রর
রর ড়ড়
ড়ড়!!

হ্যান্ডেল মারতে-মারতে আমার দম বেরিয়ে গেল!

ধাক্কা লাগাও! যেভাবেই হোক, এই ট্রাক স্টার্ট করতেই হবে!

উফ্ ফ্ ফ্!
শাবাশ! আরও জোরে!

ঘররররর
ওহো হ! ধোঁয়া!

চুলোর দোরে যাও! আর আমি কিছু করব না!
??

ভাল দেখ! আমরা এসে গেছি! তোমার গাড়ী মাখনের মত মসৃণভাবে চলে!

বলুন, আমি ট্রাক স্টার্ট করাতে গিয়েও স্টার্ট হল না, আপনি কি করে স্টার্ট করে ফেললেন?
গরর!

বলেছিলাম না ওটাও আমাদের পরিবারের সদস্য। ও অচেনা লোকের সঙ্গে যায় না!

বিনি পার্কে

উফ্ ফ্! আমি হাঁফিয়ে উঠেছি!

বিনি! মোটারা খুব তাড়াতাড়ি হাঁফিয়ে ওঠে! জগিং করলে তোমার চর্বি ঝরে যাবে!

বাহ্ বাঃ! কি সুন্দর ফুল! একটা ফুল ছিঁড়ে বাড়ী নিয়ে যাই! আমার বৌ চুলে লাগাতে পারবে!

আরে রে রে! ফুল ছিঁড়বেন না! বোর্ডের লেখা পড়েন নি?
ফুল ছেঁড়া নিষেধ

আমি অশিক্ষিত!

বোর্ডে লেখা আছে: 'ফুল ছেঁড়া নিষেধ'

বৌয়ের জন্য ফুল তো নিয়ে যেতেই হবে। একটু এগিয়ে দেখা যাক!

এখানে আশপাশে কেউ নেই! এই ফুলটা ছিঁড়ে নিই!

আমি আপনাকে বোর্ডের লেখা পড়ে শোনালাম, তবুও আপনি মানছেন না?
ওতে ফুল ছিঁড়তে মানা করা হয়েছে। আমি গাছ ওপড়াচ্ছি!
ফুল ছেঁড়া নিষেধ

গাছের সঙ্গে কি ফুল জুড়ে নেই?

উফ্‌ ফ্‌! এটা মেয়েছেলে না আর কিছু?

আঃ! ঐ ঝোপটায় প্রচুর ফুল ফুটে রয়েছে। ওগুলো নেওয়া যাক!

এই ফুল আমার বৌয়ের চুলের সৌন্দর্য্য বাড়াবে!

গর র র্ র্!
?!

ভৌ! ভৌ!!